আন্তর্জাতিক লাইভে হাসিনার রায় রয়টার্সের মাধ্যমে দেখবে বিশ্ব

সংগৃহীত ছবি

মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তিন আসামির বহুল আলোচিত রায় আজ ঘোষণা করা হবে। এ উপলক্ষে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম সরাসরি প্রচারের প্রস্তুতি শেষ করেছে বিটিভি। তাদের সম্প্রচার সিগন্যাল দেশের টিভি চ্যানেলগুলো ছাড়াও আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম রয়টার্স ব্যবহার করবে। ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় স্থাপিত বড় স্ক্রিনেও রায় দেখানো হবে।

রায় ঘোষণার কিছু ঘণ্টা আগে থেকেই ট্রাইব্যুনালে সংবাদকর্মীদের ভিড় বাড়তে থাকে। সরকারি সম্প্রচারমাধ্যমের একটি বিশেষ টিম সকালে ট্রাইব্যুনাল প্রাঙ্গণে পৌঁছে লাইভ সেটআপ শুরু করে। বিদেশি প্রেসও মূল প্রবেশদ্বারে অবস্থান নিয়ে আপডেট সংগ্রহ করছেন।

আজ সকাল ১১টার পর ট্রাইব্যুনাল–১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তুজা মজুমদার ও দুই সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ রায় পাঠ করবেন বলে নিশ্চিত করা হয়েছে।

রায় উপলক্ষে পুরো আদালত এলাকা ও সুপ্রিম কোর্ট চত্বরকে ঘিরে কড়া নিরাপত্তা বলয় বসানো হয়েছে। সেনা, র‍্যাব, পুলিশ, এপিবিএন ও বিজিবির যৌথ মোতায়েনের পাশাপাশি গোয়েন্দা সংস্থাগুলিও টহল বাড়িয়েছে। দোয়েল চত্বর থেকে শিক্ষাভবনমুখী সড়কে যান চলাচল সীমিত রাখা হয়েছে আগের রাত থেকেই।

১৩ নভেম্বর রায় ঘোষণার তারিখ চূড়ান্ত করে আদালত। মামলাটির বিচারপ্রক্রিয়ায় মোট ৫৪ জন সাক্ষীর জেরা এবং নয় দিনের যুক্তিতর্ক শোনা হয়। অ্যাটর্নি জেনারেল ও প্রসিকিউশন পক্ষ রায়ের আগে সমাপনী বক্তব্য উপস্থাপন করেন। শেখ হাসিনা ও কামালের সর্বোচ্চ দণ্ড চেয়ে যুক্তি তুলে ধরে তারা। অপরদিকে রাজসাক্ষী চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনের বিষয়ে ট্রাইব্যুনালের বিবেচনার ওপর সব ছেড়ে দেওয়া হয়। তার আইনজীবী খালাস দাবি করেন, আর রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবীর মতে প্রধান দুই আসামিও খালাস পাওয়ার যোগ্য।

মামলার পাঁচটি অভিযোগ— মারণাস্ত্র ব্যবহার, উসকানি, আবু সাঈদ হত্যা, চানখারপুল হত্যাকাণ্ড ও আশুলিয়ায় মরদেহ পোড়ানো—সংক্রান্ত তদন্ত ও দালিলিক নথি মিলিয়ে প্রায় নয় হাজার পৃষ্ঠার একটি বিশদ অভিযোগপত্র ট্রাইব্যুনালে উপস্থাপন করা হয়। তদন্ত সংস্থা তাদের শেষ প্রতিবেদন জমা দেয় গত মে মাসে।